44

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 FEB 1996

পৃষ্ঠা ৬ কলাম 7

শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়নে দরকার সমন্বিত একক শিক্ষা বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। সেগুলো হলো ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, যশোর শিক্ষা বোর্ড ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা বোর্ডগুলো পৃথক পৃথক সনদপত্র প্রদান করলেও কোন বোর্ডেরই নিজস্ব কোন কারিকুলাম নেই। সব বোর্ডে একই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা

সাজ্জাদ হোসেন

হয়। কেবলমাত্র পরীক্ষার সময় বোর্ডগুলো আলাদা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে।

প্রতিটি বোর্ড যেহেতু স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, সুতরাং প্রতিটি বোর্ডেরই নিজস্ব কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক থাকা উচিত। অথচ বাস্তবে তা নেই। বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন রকম প্রশ্নপত্র করার ফলে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মেধার সুষম মূল্যায়ন হয় না। কোন বোর্ডের প্রশ্ন সহজ হয়, আবার কোন বোর্ডের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়। একটি শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া যেন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ বোর্ডে প্রতিবছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবেই। ইতোপূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগে ঐ বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তবু পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। সম্প্রতি ঐ বোর্ডেরই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিটি বোর্ডই রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি ও ফলাফল প্রকাশে কম্পিউটার বিভ্রাটে ভুগছে। এতেই শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মদক্ষতার একটা পরিচয় মেলে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব শিক্ষা বোর্ডে একই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ব্যাপারটি একদিক দিয়ে প্রশংসার দাবিদার। আবার অন্যদিক দিয়ে বিতর্কিতও বটে। সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্র করা হলে দেশের সব শিক্ষার্থীর মেধার সমমূল্যায়ন হবে এ কথা ঠিক। কিন্তু এতে দেশে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড থাকা অর্থহীন হবে। কারণ প্রশ্নপত্রগুলো কোন নির্দিষ্ট বোর্ডের নয়। সুতরাং নামে মাত্র পাঁচটি বোর্ড থাকা হবে অর্থহীন।

বেশ কিছুদিন যাবত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সকল বোর্ডে একই প্রশ্নপত্র করার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে। তারা টেস্ট পরীক্ষা বর্জনসহ নানাবিধ কর্মসূচী পালন করে চলেছে। গাজীপুরে সড়ক অবরোধসহ হরতাল পালিত হয়েছে। ছাত্রদের এই কর্মসূচী পালনের অবশ্যই যৌক্তিক কারণ রয়েছে। চার বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। অথচ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে, যখন সেশন শুরু হয়েছিল তখনই। তখন যদি পত্রিকায় ঘোষণা দেয়া হতো; যে, ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র হবে, তাহলে এখন ছাত্ররা মোটেই আন্দোলন করার সুযোগ পেত না। সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। আজ প্রয়োজন হলো সারাদেশে একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা। এর নাম হতে পারে বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বিভাগীয় পর্যায়ে এর আঞ্চলিক অফিস থাকবে। সে অর্থে বর্তমান বোর্ড অফিসগুলো আঞ্চলিক অফিসরূপে ব্যবহৃত হবে। বোর্ডকে উচ্চ ক্ষমতা দিয়ে গঠন করা দরকার। যাতে প্রতিষ্ঠানটি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য বড় হওয়া সত্ত্বেও এর একাধিক শিক্ষা বোর্ড নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড থাকতে পারলে বাংলাদেশে গণ্ডা গণ্ডা শিক্ষা বোর্ড থাকার যৌক্তিকতা কোথায়? বাংলাদেশে একটি মাত্র শিক্ষা বোর্ড থাকলে ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সহজতর হবে। বেশির ভাগ কলেজেই এখন প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। দেশে একটি মাত্র শিক্ষাবোর্ড থাকলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সহজতর হবে। বর্তমানে সকল বোর্ডে একই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা দেশে একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে।